

# কর্মকাণ্ডে জন্ম

‘আনলক’-এর চতুর্থ পর্ব চলছে। এখনও নগরের জনপরিসরে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড থমকেই রয়েছে। তারই ফাঁকে নানা উদ্যোগ জন্ম নিচ্ছে। ঘরে বসেই অনলাইনে দেখতে পারেন, শুনতে পারেন, শিখতে পারেন...



সম্পাদনা করেছেন প্রশান্ত সাহু। এটি চলবে আগামী ১০ অক্টোবর পর্যন্ত। প্রদর্শনী দেখা যাবে [www.gangesart.com](http://www.gangesart.com) ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটারে গিয়ে। এ দিকে, শিল্পী ভোলানাথ রুদ্র এবং সুমন দে’র একটি অনবদ্য প্রদর্শনী শুরু হয়েছে ইমামি আর্ট গ্যালারিতে। ভোলানাথ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী, অন্য দিকে সুমন স্বশিক্ষিত শিল্পী। জলরঙে দক্ষ শিল্পী ভোলানাথের শিল্প চিন্তায় উঠে আসে গ্লোবালওয়ার্মিং, আবহাওয়া সংকট, প্রকৃতিনিধন এবং পৃথিবীর সাম্প্রতিক সমস্যাগুলি। তাঁর ছবি এই আহত পৃথিবীর ছবি, যেখানে আধুনিক সভ্যতা ও প্রকৃতির দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। ব্যাপ্ত প্রসারিত রঙিন চিত্রপট একই সঙ্গে ভয় ও মুগ্ধতার। আজকের অতিমারী কেবল মানুষের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত নয়, সৌরজগতের এই তৃতীয় গ্রহটির ভাগ্য, ভবিষ্যৎ ও উদ্ভর্তনের সঙ্গেও যুক্ত। পাশাপাশি, সুমনের বিমূর্ত চিত্র ভোলানাথের অবয়ব ও বিষয়কেন্দ্রিক ছবির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সুমনের ছবি কিছুটা যেন পুরনো পাণ্ডুলিপিতে সময়ের দাগের মতো। শিল্পীর নিবিড় অভিনিবেশ ও রূপের অনুশীলন এই পৃথিবীর প্রাকৃতিক সংকটকে ভুলে থাকতে না পারা — এই দুয়ের দ্বন্দ্বই সুমনের অ্যাবস্ট্রাক্ট শিল্পের নান্দনিকতা। অন্তর্দৃষ্টি (ইনসাইটস) শিরোনামে এই প্রদর্শনীটি চলবে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। দেখা যাবে [www.emamiart.com](http://www.emamiart.com) -এ গিয়ে।

## শেকড়ে ফেরার টান

অভূতপূর্ব, বড় কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি আমরা। প্রগতির চেয়ে পৃথিবীর এখন প্রয়োজন সেরে ওঠার জন্য শুশ্রূষা — এমন সম্মিলিত ভাবনা এই সময়ের শিল্পীদের। আর ঠিক এই ভাবনা থেকেই তাঁদের শিল্পচর্চা, কিন্তু ভিন্ন প্রকরণ বা মাধ্যমে। পৃথিবীর এই সুস্থতা কামনায় সারা বিশ্বে এখন নিরাত শিল্পচর্চা, ভাবনা চলছে। থেমে নেই এই শহরও। এখনকার শিল্পীদের এই সময়ের কাজ নিয়ে দু’টি গ্যালারিতে আয়োজিত হয়েছে দু’টি প্রদর্শনী। এই দুই স্থানেই নিজেদের

ভাবনা ভাগ করে নিয়েছেন দু’জন করে শিল্পী। শহরের শিল্প প্রদর্শনালার শিল্পপ্রদর্শনী এখন আন্তর্জালে। গ্যাঙ্গেস আর্ট গ্যালারিতে গত ১৫ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছে ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় এবং নন্দদুলাল মুখোপাধ্যায়ের যুগ্ম প্রদর্শনী ‘ব্যাক টু দি রুটস’। এখানে শিল্পীদের কাজের প্রধান বার্তা শিকড়ে ফেরার টান। এই দুঃসময় কাটিয়ে তাঁরা যেন আন্তরিকভাবে ফিরে যেতে চাইছেন সেই ফেলে আসা দিনগুলিতে। অতিমারী কাটিয়ে শিল্পীদের ভাবনায় দেখা যায় সোনালি দিনের প্রান্তর। এই প্রদর্শনীটি